জন-ধন যোজনা (Jan Dhan Yojana)

ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই যোজনার সূত্রপাত হয় 2014 সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাধ্যমে। ভারতীয় অর্থ মন্ত্রকের সহায়তায় চালু হওয়া এই যোজনার প্রথম দিন প্রায় 15 মিলিয়ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নতুন ভাবে চালু হয় এবং 2018 সাল পর্যন্ত এই যোজনার অন্তর্গত 318 মিলিয়ন অ্যাকাউন্টে প্রায় 792 বিলিয়ন টাকা জমা পড়ে। অর্থাৎ বলা যায়, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা হল এমন এক উদ্যোগ, যার মাধ্যমে ভারতের গ্রামীণ এলাকার তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষেরা যাতে সহজে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা (সুদ, পেনশন) ও আর্থিক নিরাপত্তা পেতে পারে তা ব্যবস্থা করা হয়।

উদ্দেশ্য:

i. ভারতের গ্রাম ও শহরের প্রত্যেক পরিবারকে এই যোজনার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়।

ii. দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী প্রায় 15 কোটি মানুষকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়।

iii. আধার কার্ড যুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মারফত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রায় 5000 টাকা পর্যন্ত পাঠানোর ব্যবস্থা বা প্রয়াস গ্রহণ করা হয়।

iv. এই যোজনার অন্তর্গত কোন ব্যক্তির দুর্ঘটনা হলে এককালীন এক লক্ষ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

পর্যায়:

জন ধন যোজনা বাস্তবায়ন কতগুলি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে হয়, যথা -

পর্যায়-1(15th August, 2014 - 14th August, 2015):

এই পর্যায়ে অ্যাকাউন্টধারী ব্যক্তিদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যেমন- অর্থের স্থানান্তর, বীমা ব্যবস্থা, কিষান ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতি এবং অর্থনৈতিক সাক্ষরতা প্রদানের চেষ্টা করা হয়।

পর্যায়-2(15th August, 2015 - 14th August, 2018):

এই পর্যায়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত কর্মীদের পেনশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র বীমা করার সুযোগ দেওয়া হয়।

পর্যায়-3(14th August, 2018 - এর পরবর্তী সময়):

এই পর্যায়ে যোজনার অন্তর্গত প্রত্যেক পরিবার থেকে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। ব্যাংকের ওভারড্রাফটের সুবিধা 5000 থেকে বৃদ্ধি করে 10000 করা হয় এবং সুবিধাভোগীর বয়স 18 থেকে 60 বছরের পরিবর্তে 18 থেকে 65 বছর করা হয়।

গুরুত্ব:

- ভারতীয় গ্রামীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করে।

- সকল স্তরের মানুষের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সহজে পৌঁছায় এবং তারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ পায়।
- এই যোজনার আওতাধীন কোন ব্যক্তির ঋণ গ্রহণের শর্ত সহজ ও শিথিল করা হয়। যার ফলে ঋণগ্রহীতার আর্থিক উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হয়।
- জিরো ব্যালান্স এ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শুরু করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং ওভারড্রাফটের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়, ফলে বহু মানুষ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পায়।
- ই-ব্যাংকিং এর মতো সুযোগ সুবিধা গ্রাহকরা পেয়ে থাকে।
- গ্রাহকদের পেনশন, বীমা, দুর্ঘটনা বীমা,স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার বৃদ্ধি প্রভৃতি সুযোগ প্রদান করা হয়। ফলে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের পথ সুগম হয়।

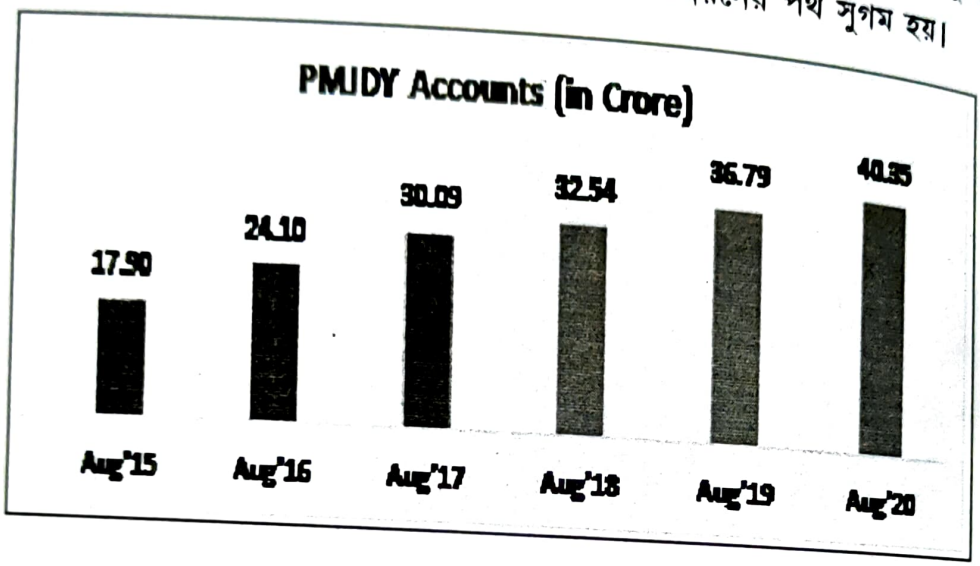

ত্রুটি:

এই যোজনার কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় -

- জন ধন যোজনা সম্পর্কে বিরোধীদের মত হল এই প্রকল্প ভোট কেনার এক পন্থা বিশেষ।
- ব্যাংকের ওভারড্রাফটের বিষয়টি বাস্তবে বিভিন্ন ব্যাংক অনুযায়ী পৃথক হয়।
- জন ধন যোজনার আওতায় বহু উচ্চবিত্ত ব্যক্তিবর্গের অ্যাকাউন্ট রয়েছে, যা আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে থাকে।
- অধিক সুদ এবং ওভারড্রাফট প্রভৃতি বিষয় গুলির মধ্যে যথেষ্ট অস্বচ্ছতা রয়েছে বলে মনে করা হয়।